বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৪১ বার্ষিক সংখ্যা ১৪৩০

বাংলাদেশে শিক্ষা বৈষম্য: একটি পর্যালোচনা

শাকিল আহম্মেদ*
মো: নাদিমুদ্দীন**

১। ভূমিকা

গত দুই দশকে বাংলাদেশ নাগরিকদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে সাক্ষরতার হার ১৯৯০ সালের ৩৫.৩২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ৭৪.৬৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (BBS, 2022)। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির পেছনে বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা জোরালো কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন মতাদর্শের সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় এলেও তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে শিক্ষা খাতের উন্নয়নের জন্য একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে সরকারের সহায়তা শুধু শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়ন, বাধ্যতামূলক শিক্ষা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কিংবা শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা অর্জনের মতো পদক্ষেপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি, মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান, মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা ইত্যাদি যুগান্তকারী পদক্ষেপও অন্তর্ভুক্ত ছিল (Kono, Sawada & Shonchoy, 2018)। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচিটি শিক্ষা গ্রহণ এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী উপস্থিতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লক্ষণীয়ভাবে সফল হয়েছে।[১] আর এ কারণে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে (Ahmed & Del Ninno, 2002)। এই কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার বিতরণ বা খাবার বাড়িতে নেওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত ছিল যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ৮৫ শতাংশ উপস্থিতি থাকতে হবে। এই শর্তসাপেক্ষ খাবার সহায়তা কর্মসূচি ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে উৎসাহিত করে। আবার দেখা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ছেলেদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য থাকলেও মেয়েদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। এজন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত ইতিবাচক বৈষম্য (positive discrimination) নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল।

১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তি ও উপবৃত্তি কর্মসূচি (Female Secondary School Assistant Project) মেয়েদের পড়ার খরচ কমিয়ে দেয় এবং বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য একটি প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। Khandker, Koolwal, and Samad (2009) দেখিয়েছেন, এটি বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। সরকারের এসব কর্মসূচির পাশাপাশি শ্রমবাজার মেয়েদের জন্য উপযোগী হয়ে উঠা মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা বললে দেখা যায় এর সিংহভাগ জুড়ে

---

* প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
** গবেষণা সহযোগী, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)।

[১] এই কমর্সূচিটি সরকার ২০২১ সালে বন্ধ ঘোষণা করে কিন্তু বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে Primary Education Stipend Program (PESP) এবং মাধ্যমিক স্তরে Secondary Education Stipends (SES) চালু রয়েছে, যেখানে প্রতি মাসে বা বছরে উপযুক্ত শিক্ষার্থীকে ভাতা দেওয়া হয়।

রয়েছে তৈরি পোশাক শিল্প। তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিতদের ৮০ শতাংশ নারী। এজন্য নারীদের শিক্ষা গ্রহণের ফলে শ্রমবাজারে তাদের জন্য অতিরিক্ত আয় করার সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা আবার নারীদের শিক্ষা গ্রহণের হারকে বাড়িয়ে দেয় (Heath & Mobarak, 2015)। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার কম থাকায় এই পদক্ষেপটি বিদ্যালয়ে মেয়েদের উপস্থিতির হারে পরিবর্তন এনেছিল। এ কারণে বলা যায়, সাক্ষরতার হারের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির যে বর্তমান সাফল্য তা বহুলাংশে বিদ্যালয়ে মেয়েদেরে উপস্থিতি বৃদ্ধির কারণেই সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষা সম্প্রসারণে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিওদের অগ্রণী ভূমিকাও উপেক্ষা করা যায় না। এনজিওগুলো মূলত গ্রামীণ এলাকায় ৮-১৪ বছর বয়সী সেসব শিশুর অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (NFPE) প্রদান করে যারা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে বা কখনও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি (Sabur & Ahmed, 2010)।[২] ব্র্যাকসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক এনজিও যেমন, সেভ দ্য চিলড্রেন এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল সারা দেশে লাখ লাখ শিশুকে অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করছে (Chowdhury & Sarkar, 2018)। এর বাইরে তারা বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ও পরিচালনা করে, যা জাতীয় পাঠক্রম অনুসরণ করে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষাদানের পাশাপাশি শেখার উপকরণ বিনামূল্যে সরবরাহ করে। মেয়েরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে পিছিয়ে থাকায় এনজিওগুলো মেয়েদেরকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এর ফলস্বরূপ অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় মোট শিক্ষার্থীদের ৬০ শতাংশই মেয়ে শিক্ষার্থী (Falkowska, 2012)।

শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং লিঙ্গ-বৈষম্য হ্রাস এ দু'ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন সত্ত্বেও বাংলাদেশে শিক্ষার সুযোগে সমতা ও বৈষম্য আছে কিনা সে প্রশ্ন থেকে যায়। শহর ও গ্রাম, ছেলে ও মেয়ে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা (ধনী ও গরিব), বয়স তারতম্যের (বয়স্ক ও তরুণ) ভেদে শিক্ষায় বৈষম্য থাকতে পারে যা শিক্ষার সুযোগকে অসম বণ্টনের (skewed distribution) দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই বিষয়ে বাংলাদেশে বর্তমানে যেসব গবেষণা রয়েছে সেগুলো মূলত শিক্ষার মানের বৈষম্য, অবকাঠামোর বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ক। কিন্তু শিক্ষা অর্জনে সুযোগের বৈষম্য (inequality in access to educational attainment) বিষয়ে তেমন গবেষণা নেই বললেই চলে। আমরা জানি যে, শিক্ষা মানব পুঁজিতে (human capital) অবদান রাখে, তাই শিক্ষার সমবণ্টন (equal distribution) ব্যক্তিগত উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির পূর্বশর্ত। কারণ ব্যক্তির সক্ষমতা বা উৎপাদনশীলতা সমভাবে বণ্টিত হলেও যদি শিক্ষার সুযোগ অসমভাবে বণ্টিত হয়, তাহলে ব্যক্তি তার সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা নিয়ে সম্পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে না (Sen, 1999)।

শিক্ষায় বৈষম্য পরিমাপ করা এবং বৈষম্যের প্রভাবকগুলো চিহ্নিত করে শিক্ষা উন্নয়নে নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। সমান শিক্ষার সুযোগ বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সমান শিক্ষার সুযোগ একজন ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পূর্বশর্ত। শিক্ষার সুযোগে সমতা না থাকলে ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মানব পুঁজি সঞ্চয়ন বাধাগ্রস্ত হয়, যা সামাজিক কল্যাণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে (Thomas, Wang, & Fan, 2001)। শিক্ষার অসম বণ্টন শিক্ষার গড় বছর এবং মাথাপিছু আয়ের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক সম্পর্ক তৈরি করে। কিন্তু সম্পর্ক তখনই ইতিবাচক হয়ে উঠে, যখন

---

[২] NFPE-Non Formal Primary Education.

শিক্ষার অসম বণ্টনকে নিয়ন্ত্রণ (control) করা হয় (López, & Wang, 1998)। সুতরাং শিক্ষার অসম বণ্টন মাথাপিছু আয়কে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে শিক্ষায় সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপ এবং শিক্ষায় সমসুযোগ তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে (Government of Bangladesh, 2010)। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ তৈরিতে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই পটভূমিতে এই গবেষণায় বাংলাদেশের শিক্ষায় সুযোগের অসমতার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরার পাশাপাশি এই অসমতা বৃদ্ধিতে প্রভাববিস্তারকারী কারণগুলোকে চিহ্নিত করারও চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই গবেষণার ফলাফল শিক্ষা গ্রহণের সুযোগকে কীভাবে আরও সমতাভিত্তিক অথবা বৈষম্যবর্জিত করা যায় সে ব্যাপারে একটি কার্যকর দিকনির্দেশনা দিবে এবং নীতিনির্ধারকদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে নীতিনির্ধারণমূলক উপায় বাতলে দেবে। এই গবেষণায়, শিক্ষাগত বৈষম্যের পরিমাপক হিসেবে শিক্ষা গিনি সহগ ব্যবহার করা হয়েছে, যা সাত বছর এবং তার উর্ধ্ব বয়সীদের শিক্ষা অর্জনের বছরের (years of educational attainment) উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয়েছে। অধিকন্তু, শিক্ষা গিনিকে লরেঞ্জ রেখা (lorenze curve) এবং কেন্দ্রীভূতকরণ রেখা (concentration curve) দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে যাতে শিক্ষা বণ্টনের সামগ্রিক অবস্থা বোঝা সম্ভব হয়। কত শতাংশ মানুষ, কত শতাংশ শিক্ষা নিচ্ছে, এবং ধনী নাকি দরিদ্র কে বেশি শিক্ষা অর্জন করছে? শিক্ষা গিনি সহগ ব্যবহার করে শিক্ষার বৈষম্য পরিমাপ করার পর অবস্থান (গ্রাম-শহর), লিঙ্গ (পুরুষ ও মহিলা), আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বয়সের উপর ভিত্তি করে গিনির একটি বিকার (decomposition) করা হয়েছে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা হয়েছে শিক্ষা অর্জনের সুযোগের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য বিরাজমান, তার জন্য এই কারণগুলি কতটা দায়ী?

২। তথ্য ও উপাত্ত

এই গবেষণায় বাংলাদেশের খানা আয়-ব্যয় জরিপ (Household Income & Expenditure Survey, HIES) ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই জরিপটি পরিচালনা করে থাকে। এই গবেষণাটি সর্বশেষ তিনটি রাউন্ডের উপর নির্ভর করেছে (যেমন, ২০০৫, ২০১০, এবং ২০১৬)। এই উপাত্তের মধ্যে খানার বয়স, সাক্ষরতা, শিক্ষা অর্জনের বছর, আয় ও ব্যয়ের বিশদ তথ্য সহ সকল জেলা, বিভাগ এবং পুরো বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন নমুনা নেওয়া হয়েছে। সুতরাং, এই তথ্য-উপাত্তগুলো এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারণে এই জরিপটির তথ্য ব্যবহার করে এই গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করা যেতে পারে বলে মনে করি। প্রতিটি HIES রাউন্ড থেকে আয় সম্পর্কিত তথ্যের সীমাবদ্ধতা হলো উচ্চবিত্ত ব্যক্তিরা নিজেদের প্রকৃত আয়ের চেয়ে কম আয় দেখাতে পারে। উপরন্তু আয়ের বিকল্প পরিমাপক (proxy) হিসেবে ভোগব্যয়কেও ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। এই গবেষণায় আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভোগ ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

৩। শিক্ষা বৈষম্য পরিমাপ পদ্ধতি

শিক্ষা অর্জনের বছরগুলির উপর ভিত্তি করে শিক্ষাগিনি পরিমাপ করার ধারণাটিকে জনপ্রিয় করেছে Thomas প্রমুখরা (2001)। তাদের গবেষণার আগে বেশ কয়েকটি গবেষণায় বিদ্যালয়ে ভর্তি

(enrollment) হওয়ার গিনি সহগ বা শিক্ষা অর্জনের বছরগুলির আদর্শ বিচ্যুতির (standard deviation) উপর ভিত্তি করে শিক্ষার বৈষম্য পরিমাপ করা হয় (Mass, 1982; Ram, 1990)। শিক্ষা মানব পুঁজির প্রক্সি হিসেবে ভর্তি অনুপাতকে ব্যবহার করার বিষয়ে সমালোচনা রয়েছে কারণ এটি কেবল শিক্ষার প্রবাহ (flow) নির্দেশ করে, পুঞ্জিভূত (accumulated) শিক্ষাগত অর্জন দেখায় না। Psacharopoulos and Arriagada (1986) বলেছেন, শিক্ষা অর্জনের বছরসমূহ মানব পুঁজির মজুদ (stock) প্রতিফলিত করে বিধায় শিক্ষা অর্জনের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার বৈষম্য পরিমাপ করা যুক্তিযুক্ত। অধিকন্তু আদর্শ বিচ্যুতির মাধ্যমে বৈষম্য পরিমাপ করাও যথাযথ নয়, কারণ স্কুলিং এর আগে বিচ্যুতি অনেক বেশি volatile এবং শিক্ষা বণ্টনের উন্নতি হচ্ছে কিনা তার কোনো সাযুজ্যপূর্ণ চিত্র প্রদান করে না (Thomas et al., 2001)।

এই গবেষণায় Thomas et al. (2001) প্রস্তাবিত লরেঞ্জ কার্ভ সূত্রের পরোক্ষ পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষাগত বৈষম্য বা গিনি সহগ পরিমাপ করা হয়েছে। যেটা আয় বৈষম্য পরিমাপ করার অনুরূপ। এই গিনির মান ০ থেকে ১ এর মধ্যে হয়ে থাকে। গিনির মান ০ হওয়ার অর্থ হলো শিক্ষায় বৈষম্য নেই। এর মান যত বাড়তে থাকবে, বৈষম্য তত বাড়তে থাকবে। যার একদিকে আনুভূমিক রেখায় ক্রমযোজিত জনসংখ্যার শতকরা হার আর উলম্ব রেখায় শিক্ষা অর্জনের ক্রমযোজিত শতাংশ হার থাকে। এছাড়া এই গবেষণায় শিক্ষায় লরেঞ্জ রেখা ছাড়াও কেন্দ্রীভূতকরণ রেখা ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে ক্রমযোজিত জনসংখ্যাকে ক্রম করা হয়েছে আয়ের উপর ভিত্তি করে। এর মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনের হার কতটুকু ধনী না দরিদ্র্যের মধ্যে কেন্দ্রীভূত– সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব। গিনি সহগ পরিমাপ করার পরে শিক্ষায় অর্জনের বৈষম্যের কারণগুলির মধ্যে তাদের অবদান কতটা তা শিক্ষা গিনিকে বিভিন্ন উপগোষ্ঠী (subgroup) ভেদে বিকার (decomposition) করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা Lambert and Aronson (1993) এর প্রস্তাবিত পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। শিক্ষায় বৈষম্য উপগোষ্ঠী অবদান দুইভাবে দেখা হয়েছে: এক, নিজেদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ (অন্তঃগ্রুপ অর্থাৎ within group) অবদান এবং পরস্পরের মধ্যে (আন্তঃগ্রুপ অর্থাৎ between group) অবদান। অর্থাৎ আমরা যদি লিঙ্গকে একটি গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে তার উপগোষ্ঠী হলো দুইটি: নারী ও পুরুষ। নিজেদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ অবদান বলতে পুরুষ বা নারী নিজেদের মধ্যকার শিক্ষায় বৈষম্য সামগ্রিক শিক্ষা অর্জনের বৈষম্যকে কতটা প্রভাবিত করছে তা নির্দেশ করবে। পরস্পরের মধ্যে অবদান বলতে পুরুষ ও নারী পরস্পরের মধ্যে শিক্ষা অর্জনের যে পার্থক্য তার অবদানকে নির্দেশ করবে। এভাবে বৈষম্যের বিকার অন্যসব উপগোষ্ঠীর মধ্যে সন্ধান করা হয়েছে এই গবেষণায়। যেমন অঞ্চল, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বয়স। অঞ্চলের ক্ষেত্রে উপগোষ্ঠী দুইটি (গ্রাম ও শহর) এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপগোষ্ঠী পাঁচটি (অতি দরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ধনী ও অতি ধনী)।

৪। ফলাফল এবং আলোচনা

৪.১। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা অর্জনে বৈষম্য

সারণি ১ থেকে দেখা যায়, ২০০৫ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সাত বছর বা তার বেশি বয়সীদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার হ্রাস পেয়েছে। নিরক্ষরতার হার ২০০৫ সালের ৪৮.৭৮ শতাংশ থেকে কমে ২০১৬ সালে ৩২.৬৮ শতাংশ হয়েছে। সাক্ষরতার হারের অগ্রগতি হলেও দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, এখনও জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিরক্ষর, তারা একটি অক্ষরও পড়তে ও লিখতে পারে

না। দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যার প্রায় ৩ শতাংশ স্নাতক ও তার উপরের স্তরের শিক্ষা অর্জন করেছে। ২০০৫ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরতার হার হ্রাস পেয়েছে বার্ষিক ১ শতাংশ হারে। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং সময়ের সাথে সাথে এ দুই স্তরে শিক্ষা গ্রহণের হার ক্রমশ বাড়ছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সামান্য উন্নতি হয়েছে কিন্তু উচ্চ শিক্ষায় এখনো স্থবিরতা বিরাজ করছে।

আমরা যদি গ্রাম-শহর বিভাজন বিবেচনা করি তাহলে দেখি শিক্ষা অর্জনে যথেষ্ট বৈষম্য রয়েছে। নিরক্ষর জনসংখ্যার অনুপাত তিনটি রাউণ্ডেই শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামীণ এলাকায় অনেক বেশি। এই বৈষম্য আরও প্রকট হয় যখন আমরা উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা স্তরে শিক্ষা অর্জনের বিষয়টি বিবেচনা করি। শিক্ষার উচ্চ স্তরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্জন অত্যন্ত কম। এটা এ কারণে হতে পারে যে, তুলনামূলকভাবে ধনী পরিবার এবং উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা উন্নত ও মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের পর শহরাঞ্চলে চলে আসে। এটি মানসম্মত শিক্ষা এবং শিক্ষার অবকাঠামো তৈরিতে গ্রাম ও শহরের মধ্যে সম্পদ বণ্টন বৈষম্যের দিকে ইঙ্গিত করে ।

সারণি ১: শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা অর্জনের হার (%)

	শিক্ষার স্তর	২০০৫	২০১০	২০১৬
	নিরক্ষর	৪৮.৭৮	৪৩.২৮	৩২.৬৮
	প্রাথমিক (শ্রেণি ১-৫)	১৯.৩৩	২২.৪৬	২৯.২৩
জাতীয়	মাধ্যমিক (শ্রেণি ৬-১০)	২৫.৬৭	২৭.৩৬	৩০.২৮
	উচ্চ মাধ্যমিক (শ্রেণি ১২)	৩.০৬	৩.৭৪	৪.৫৯
	উচ্চ শিক্ষা	৩.১৫	৩.১৫	৩.২২
	নিরক্ষর	৫৫.৭৬	৪৯.৬২	৩৮.০৭
	প্রাথমিক (শ্রেণি ১-৫)	১৯.০৯	২২.০১	২৯.১৮
গ্রাম	মাধ্যমিক (শ্রেণি ৬-১০)	২২.৩২	২৩.৫৮	২৭.৫৪
	উচ্চ মাধ্যমিক (শ্রেণি ১২)	১.৬১	২.৩৯	৩.৩৮
	উচ্চ শিক্ষা	১.২২	১.৩৭	১.৮৪
	নিরক্ষর	৩৮.৭৭	৩৩.০৪	২৮.৭৬
	প্রাথমিক (শ্রেণি ১-৫)	১৯.৬৭	২১.৩৭	২৬.১৭
শহর	মাধ্যমিক (শ্রেণি ৬-১০)	৩০.২১	৩১.৭৫	৩২.৩২
	উচ্চ মাধ্যমিক (শ্রেণি ১২)	৫.১৭	৬.৩০	৬.৭৬
	উচ্চ শিক্ষা	৬.১৮	৫.১৮	৬.০০

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫, ২০১০ ও ২০১৬ থেকে হিসাবকৃত।

বাংলাদেশে আয় বৈষম্য যে বাড়ছে এ নিয়ে গবেষকরা একমত। এই আয় বৈষম্য কতটা শিক্ষা অর্জনের বিভিন্ন স্তরে বৈষম্য তৈরি করেছে – তা সারণি ২ থেকে বোঝা যায়। এখান থেকে দেখা যায়,

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ হার অনেক বেশি কিন্তু ধনী ও অতি ধনীদের অংশগ্রহণ হার কম। ধনী ও অতি ধনী গোষ্ঠীর প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের দিকে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের শিক্ষা অর্জনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরন্তু উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অর্জনে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা অর্জনের হার ধনী ও অতি ধনীদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। ধনী শ্রেণির উচ্চ শিক্ষা অর্জনের হার দরিদ্র শ্রেণির তুলনায় দশগুণ বেশি (১.০৪ শতাংশ বনাম ৯.৪৩ শতাংশ)। এই ফলাফল ইঙ্গিত করে যে, বাংলাদেশে সময়ের সাথে সাথে শিক্ষা অর্জনের সফলতা অনেকটা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের কারণে হয়েছে। আয় বৈষম্য শিক্ষা অর্জনে বিভিন্ন স্তরে বৈষম্য তৈরি করছে। যার ফলে অতি দরিদ্র ও দরিদ্রদের উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা অর্জনের সুযোগ কম, ধনীদের ক্ষেত্রে বেশি সুযোগ তৈরি করেছে।

সারণি ২: আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা অর্জনের হার

	শিক্ষার স্তর	অতি দরিদ্র (%)	দরিদ্র (%)	মধ্যবিত্ত (%)	ধনী (%)	অতি ধনী(%)
২০০৫	শিক্ষা নেই[৩]	৪৫.০৭	৩৫.২৮	২৫.৫৩	১৭.১৬	৯.৮৪
	প্রাথমিক (শ্রেণি ১-৫)	৩৫.০৪	৩৪.২৩	৩৩.৫৭	২৮.২৩	১৯.৮৮
	মাধ্যমিক (শ্রেণি ৬-১০)	১৯.১৪	২৮.৫৩	৩৭.০৯	৪৬.৪০	৪৮.০০
	উচ্চ মাধ্যমিক (শ্রেণি ১২)	০.৪২	১.১৯	২.১২	৪.৬৫	১০.১৯
	উচ্চ শিক্ষা	০.৩৩	০.৭৮	১.৬৯	৩.৫৬	১২.১০
২০১০	শিক্ষা নেই	৩৭.৯৩	২৫.৬৬	২০.১২	১৪.৩৪	৯.৮৬
	প্রাথমিক (শ্রেণি ১-৫)	৪০.৮১	৩৯.৭	৩৫.৩৬	২৯.৬৩	২০.৫৯
	মাধ্যমিক (শ্রেণি ৬-১০)	২০.৬৬	৩২.৫৬	৩৯.৬৮	৪৬.৪	৪৫.৭৩
	উচ্চ মাধ্যমিক (শ্রেণি ১২)	০.৪৫	১.২৪	৩.৪২	৫.৮৪	১১.৬৮
	উচ্চ শিক্ষা	০.১৬	০.৮৩	১.৪২	৩.৮০	১২.১৪
২০১৬	শিক্ষা নেই	৭.৬৫	৬.৮১	৫.৬৪	৫.১৮	৩.৯৬
	প্রাথমিক (শ্রেণি ১-৫)	৫৪.১৫	৫০.১৮	৪৫.৯২	৪২.২৯	৩১.৭৬
	মাধ্যমিক (শ্রেণি ৬-১০)	৩৪.৬৯	৩৭.৪২	৪০.৬৯	৪১.৭৬	৪৩.৯
	উচ্চ মাধ্যমিক (শ্রেণি ১২)	২.৪৭	৩.৭৪	৪.৯২	৬.৩৮	১০.৯৬
	উচ্চ শিক্ষা	১.০৪	১.৮৪	২.৮৩	৪.৩৯	৯.৪৩

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫, ২০১০ ও ২০১৬ থেকে হিসাবকৃত।

আমরা যখন বিবেচনা করি বাংলাদেশে শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে আর ধনী জনগোষ্ঠী উচ্চ শিক্ষা অর্জনে বেশি উপকৃত হয়েছে, তখন প্রশ্ন উঠে যে, ঠিক একইভাবে পুরুষ ও নারী কোন স্তরে শিক্ষা অর্জন থেকে বেশি উপকৃত হয়েছে? সারণি ৩ নির্দেশ করে যে, ২০০৫ সাল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষা অর্জনে নারীদের অংশগ্রহণ হারের বৃদ্ধি শুরু হয় এবং ২০১০ ও ২০১৬ সালে এসে সেটি পুরুষের শিক্ষা অর্জন হারকে ছাড়িয়ে যায়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যকার ব্যবধান অতি সামান্য। তাই সময়ের সাথে সাথে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ফলে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা স্তরে

[৩] এখানে নিরক্ষর জনসংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সাত বছর বা তার উপরের বয়সী জনসংখ্যা যাদের সাক্ষর জ্ঞান আছে কিন্তু কোনো শ্রেণি পাস বা শিক্ষা অর্জন করতে পারেনি তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষাগত অর্জনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। দেখা গেছে, পুরুষরা বৈষম্যের ক্ষেত্রে নারীদেরকে ছাড়িয়ে গেছে।

সারণি ৩: নারী ও পুরুষের মধ্যকার শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা অর্জনের হার

শিক্ষার স্তর	২০০৫		২০১০		২০১৬	
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)
শিক্ষা নেই	২২.৫৭	২৭.১৮	১৯.৬৭	১৯.৮৮	৫.৮৭	৫.৪৬
প্রাথমিক (শ্রেণি ১-৫)	২৯.১৮	২৯.৫৬	৩১.৪২	৩২.২০	৪৪.৩৮	৪৩.৩২
মাধ্যমিক (শ্রেণি ৬-১০)	৩৬.৯২	৩৭.৭৫	৩৬.৭০	৪০.৮২	৩৭.১৮	৪৩.২২
উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	১১.৩৪	৫.৫২	১২.২২	৭.১০	১২.৫৬	৭.৯৯

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫, ২০১০ ও ২০১৬ থেকে হিসাবকৃত।

সারণি ৩ থেকে দেখা যায়, যেখানে উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় পুরুষের শিক্ষা অর্জন ২০০৫ সালে ছিল ১১.৩৪ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে ১২.৫৬ শতাংশ, সেখানে নারীদের অর্জন ২০০৫ সালে ছিল ৫.৫২ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে ৭.৯৯ শতাংশ। উচ্চ শিক্ষায় নারীদের কম অর্জনের একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে নারীরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে সরকারি ও এনজিও পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে সকল সুবিধা পায় উচ্চ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে তা অনেকটা অনুপস্থিত। আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে উন্নয়নশীল দেশে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে নারীদের মধ্যে এক ধরনের বৈষম্যমূলক মনোভাব বিরাজ করে। যেমন বাংলাদেশে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। যখন তাদের বিয়ে হয়ে যায় তাদের বেশিরভাগই গৃহস্থালি কাজে (অর্থাৎ সন্তানের যত্ন নেওয়া) সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। ফলে কম বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া নারীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগকে হ্রাস করে।

৪.২। সামগ্রিক শিক্ষা অর্জনে বৈষম্য

স্কুলের গড় বছর এবং শিক্ষা গিনির প্রাক্কলনগুলি সারণি ৪-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলাফল থেকে দেখা যায়, সময়ের সাথে সাথে শিক্ষা অর্জনের গড় বছর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০০৫ সালের ৫.৩৯ বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ৬.২৫ বছর হয়েছে। এটি শিক্ষা সম্প্রসারণে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়। নাগরিকদের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার ফলে শিক্ষায় অর্জন বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকন্তু যদিও শিক্ষা গিনি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০০৫ সালের ০.৪৪ থেকে ২০১৬ সালে ০.৩৪-এ দাঁড়ায়, তবুও শিক্ষা অর্জনের সুযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে।[৪] বিভিন্ন বছরের গিনি পরিমাপ করা হয়েছে লরেঞ্জ রেখা থেকে, যা চিত্র-১ এ দেখানো হলো।

[৪] গিনি পরিমাপে আমরা যদি নিরক্ষর জনসংখ্যাকে বিবেচনা করি, সেক্ষেত্রে গিনি সহগ বড় হয়ে যায়। যেমন, ২০১৬ সালে সাত এবং তার বেশি বয়সের জন্য গিনি সহগ ছিল ০.৫১। যেহেতু আমরা শিক্ষা অর্জনের সুযোগের বৈষম্য পরিমাপ করছি, তাই আমরা জনসংখ্যার নিরক্ষর অংশকে গিনি পরিমাপে অন্তর্ভুক্ত করিনি।

সারণি ৪: বিভিন্ন বছরে গড় শিক্ষা অর্জন ও গিনি সহগ

	২০০৫	২০১০	২০১৬
গড় শিক্ষা অর্জন	৫.৩৯	৫.৭৮	৬.২৫
গিনি সহগ	০.৪৪	০.৪১	০.৩৪

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫, ২০১০ ও ২০১৬ থেকে হিসাবকৃত।

সারণি-৪ থেকে দেখা যায়, সময়ের সাথে সাথে শিক্ষা অর্জনের সামগ্রিক উন্নতি ঘটেছে। অর্থাৎ শিক্ষা অর্জন অনেকটা সমতাভিত্তিক হচ্ছে। রেখার নিম্ন বণ্টনে দেখা যায়, জনসংখ্যার একটা অংশ কোনো শিক্ষা অর্জন না থেকে সময়ের সাথে সাথে কিছু শিক্ষা অর্জন করছে। লরেঞ্জ রেখা আরও দেখায় যে, সর্বোচ্চ স্তরে থাকা ১০% মানুষ, ২০১৬ সালে বাংলাদেশে সঞ্চিত শিক্ষার ২০ শতাংশেরও বেশি গ্রহণ করছে। পরিশিষ্ট চিত্র-১ এ কেন্দ্রীভূতকরণ রেখার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, ২০০৫ সাল থেকে সর্বোচ্চ আয়ের জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষা অর্জন কেন্দ্রীভূত হওয়া ক্রমাগত হ্রাস পেলেও সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ আয়ের মধ্যে থাকা জনসংখ্যা শিক্ষা অর্জনের ২০ শতাংশ দখল করে ২০১৬ সালে।

চিত্র ১: লরেঞ্জ রেখা

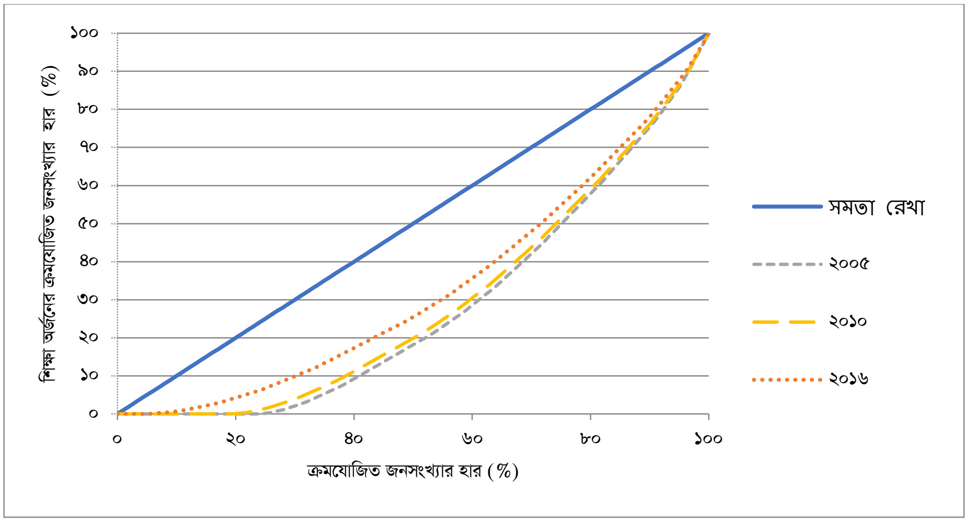

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫, ২০১০ ও ২০১৬ থেকে হিসাবকৃত।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্কুলে পড়ার গড় বছরগুলি দেখায় যে, লিঙ্গ, অঞ্চল, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বয়স ভেদে শিক্ষার অর্জনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বৈষম্য বিদ্যমান (সারণি: ৫)। ২০১৬ সালে অঞ্চলের দিক দিয়ে শিক্ষাগত বৈষম্য সবচেয়ে বেশি। শহরের লোকেরা গ্রামের তুলনায় গড়ে ১.২ বছর বেশি শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এই পার্থক্য নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশে শিক্ষাগত অর্জনের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহর বিভাজন রয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য গিনি সহগের অনুমান দেখায়, ধনীদের তুলনায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে

শিক্ষা অর্জনের সুযোগে কম সম। এছাড়াও বিভাগ পর্যায়ে ময়মনসিংহ, রংপুর ও সিলেট বিভাগ অন্যান্য বিভাগের তুলনায় শিক্ষার সুযোগের দিক থেকে বেশি অসম।[৫] বয়সের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত তরুণরা সম সুযোগ পায় যাদের ক্ষেত্রে গিনি সহগ কম এবং গড় অর্জন বেশি। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে গিনি সহগ বাড়তে থাকে এবং গড় অর্জন কমতে থাকে। ফলে বয়স্কদের ক্ষেত্রে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ তরুণদের তুলনায় বেশ অসম।

সারণি ৫: উপগোষ্ঠী জুড়ে গড় শিক্ষা অর্জন ও গিনি সহগ

		২০০৫		২০১০		২০১৬	
		গড় শিক্ষা অর্জন	গিনি	গড় শিক্ষা অর্জন	গিনি	গড় শিক্ষা অর্জন	গিনি
অঞ্চল	গ্রাম	৪.৭৪	০.৪৭	৫.১৪	০.৪৩	৫.৮৬	০.৩৪
	শহর	৬.৭৩	০.৩৯	৬.৬৮	০.৩৯	৭.০৬	০.৩৩
লিঙ্গ	পুরুষ	৫.৮৮	০.৪৩	৬.০০	০.৪২	৬.৩৮	০.৩৬
	মহিলা	৫.০৬	০.৪৫	৫.৫৭	০.৪০	৬.১২	০.৩৩
বিভাগ	বরিশাল	৫.৫৩	০.৪২	৬.০৬	০.৩৯	৬.৪৮	০.৩৩
	চট্টগ্রাম	৫.৫২	০.৪৫	৫.৭৩	০.৪২	৬.০৭	০.৩৪
	ঢাকা	৫.৭৫	০.৪৪	৫.৮৬	০.৪২	৬.৪১	০.৩৪
	খুলনা	৫.৫০	০.৪৩	৫.৯৭	০.৪০	৬.৩৭	০.৩৩
	ময়মনসিংহ					৬.০৯	০.৩৬
	রাজশাহী	৫.১২	০.৪৬	৫.৮৫	০.৪০	৬.৪২	০.৩৫
	রংপুর			৫.৮০	০.৪২	৬.২২	০.৩৬
	সিলেট	৫.১২	০.৪৬	৫.০৬	০.৪৬	৫.৫১	০.৩৬
বয়স	বয়স ১৪-১৭	৬.৬৩	০.২৩	৬.৩৮	০.২৮	৭.৩৮	০.১৭
	বয়স ১৮-২১	৭.৩৯	০.২৬	৬.৬৯	০.৩৪	৮.৪৭	০.২১
	বয়স ২২-২৫	৭.৫৯	০.৩২	৬.১৮	০.৪০	৮.২১	০.২৪
	বয়স ২৬-৩১	৬.৯৪	০.৩৯	৫.৪৪	০.৫১	৭.৬৭	০.২৬
	বয়স ৩২-৩৭	৬.১৭	০.৪৪	৪.৪৯	০.৬০	৭.৩৭	০.২৭
	বয়স ৩৮-৪৫	৫.৭৯	০.৪৮	৩.৮৯	০.৬৫	৭.২৮	০.২৯
	বয়স ৪৪-৪৯	৫.৯৫	০.৪৭	৩.৫৯	০.৬৮	৭.০৬	০.৩০
	বয়স ৫০-৫৫	৫.৬৮	০.৫০	৩.৩৪	০.৭০	৬.৯০	০.৩০
	বয়স ৫৬-৬১	৪.৮৪	০.৫৪	২.৯৭	০.৭৩	৬.৬৯	০.৩০
	বয়স ৬২-৭০	৪.০৬	০.৬০	২.২৯	০.৭৯	৬.৭১	০.৩২
আর্থ-সামাজিক অবস্থা	অতি দরিদ্র	২.৯৪	০.৫৯	৩.১৯	০.৫৪	৫.০৮	০.৩৫
	দরিদ্র	৩.৯০	০.৫১	৪.৩৯	০.৪৫	৫.৫১	০.৩৫
	মধ্যবিত্ত	৪.৯৩	০.৪৩	৫.২৫	০.৪০	৫.৯৮	০.৩৪
	ধনী	৬.১৬	০.৩৭	৬.৩৬	০.৩৬	৬.৪০	০.৩৩
	অতি ধনী	৮.১৬	০.৩১	৮.১৪	০.৩২	৭.৬৯	০.৩১

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫, ২০১০ ও ২০১৬ থেকে হিসাবকৃত।

[৫] রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ হয় যথাক্রমে ২০১০ এবং ২০১৫ সালে। তাই সারণি ৫ এ ২০০৫ সালের জন্য রংপুর এবং ২০০৫ এবং ২০১০ সালের জন্য ময়মনসিংহ বিভাগের গড় শিক্ষা ও গিনি পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি।

এই ফলাফল আরও নির্দেশ করে, উচ্চ আয়ের জনসংখ্যা নিম্ন আয়ের তুলনায় অধিকতর সম শিক্ষার সুযোগ পায়। Castelló and Doménech (2002) দেখিয়েছেন, দেশের জন্য গড় শিক্ষা অর্জন এবং মানব পুঁজি অসমতার মধ্যে একটি নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ গড় শিক্ষা অর্জন যত বাড়বে তত মানব পুঁজির সঞ্চয়ে এ বৈষম্য হ্রাস পাবে বা গিনি সহগ কম হবে। যাইহোক, এই গবেষণায় লিঙ্গের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত এবং ব্যতিক্রমী এ দুধরণের ফলাফল পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন : ২০০৫ সালে পুরুষদের গড় শিক্ষা অর্জন নারীদের চেয়ে বেশি তবে গিনি সহগ নারীদের চেয়ে কম। ২০১০ এবং ২০১৬ সালে পুরুষের গড় শিক্ষা অর্জন এবং গিনি সহগ উভয়ই নারীর তুলনায় বেশি। উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যদিও শিক্ষায় এখনো অনেকটা বৈষম্য বিরাজ করছে, কিন্তু শিক্ষায় গড় অর্জন বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্জনে শিক্ষা বৈষম্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষায় বৈষম্য কমছে কিন্তু এ বৈষম্য কমার কারণ কী অথবা কোন স্তরে শিক্ষায় বৈষম্য কমার কারণে সামগ্রিক শিক্ষায় বৈষম্য কমছে- এ প্রশ্ন থেকে যায়?

আবার চিত্র ২ আয় বৈষম্য এবং শিক্ষাগত বৈষম্যের প্রবণতা দেখায়। এখানে দেখা যায়, শিক্ষাগত বৈষম্য সময়ের সাথে সাথে কমছে; আয় বৈষম্য ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সামান্য কমেছে কিন্তু ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০১৬ সালে আয় গিনি সহগ ০.৪৮, যা বাংলাদেশে উচ্চ আয় বৈষম্যেকে নির্দেশ করে। আয় বৈষম্য কমার জন্য ব্যবহৃত খানা আয়-ব্যয় জরিপে কখনো অতি ধনীদের কাছ থেকে তথ্য নেওয়া হয়নি। সুতরাং বাংলাদেশের আয় বৈষম্য সরকারি হিসাবের তুলনায় অনেক বেশি হবে ধারণা করা যায়। চিত্র ২-এ প্রদত্ত তথ্য থেকে প্রশ্ন জাগে, শিক্ষায় বৈষম্য কমা সত্ত্বেও কেন বাংলাদেশে আয় বৈষম্য বাড়ছে। এটা ধারণা করা হয়, অপেক্ষাকৃত সমতাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা আয়ের সমতার দিকে পরিচালিত করবে। এর ফলে আয় বৈষম্য হ্রাস পাবে। তবে বাংলাদেশে ঘটেছে এর উল্টো।

চিত্র ২: আয় বৈষম্য ও শিক্ষা বৈষম্যের প্রবণতা

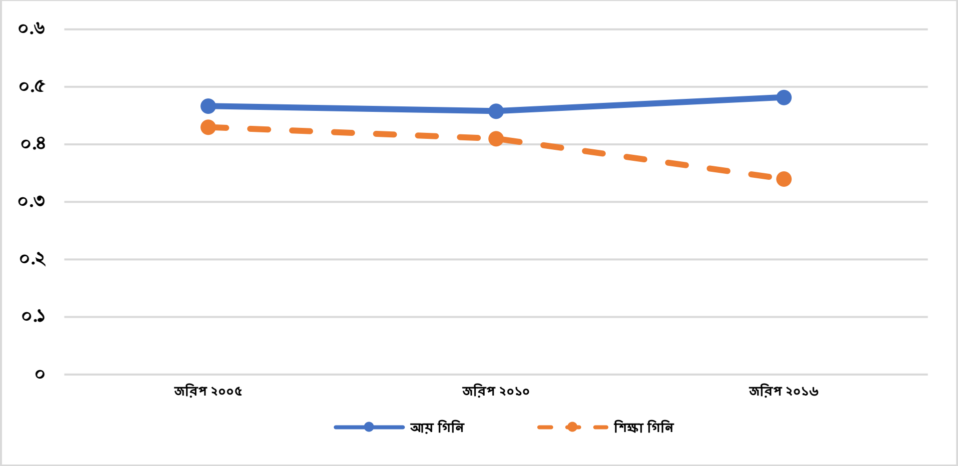

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫, ২০১০ ও ২০১৬ থেকে হিসাবকৃত।

যেহেতু শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত বেশি সমতা বিরাজ করছে, সেহেতু উল্লেখযোগ্য মানুষ শিক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। অতিরিক্ত শিক্ষা অর্জনের ফলে অতিরিক্ত আয় (return) তৈরি হচ্ছে। যার কারণে আয়ের বৈষম্য হ্রাস পাওয়ার কথা। অর্থাৎ যেহেতু শিক্ষার বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে, তাই ব্যক্তিরা আরও শিক্ষা গ্রহণ করছে

এবং পরবর্তী শিক্ষার প্রতিটি স্তর থেকে একটি ইতিবাচক প্রান্তিক রিটার্ন পাচ্ছে। শিক্ষার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা যাদের শিক্ষা নেই তাদের তুলনায় শিক্ষা থেকে বেশি রিটার্ন লাভ করে এবং প্রতিটি অতিরিক্ত শিক্ষার জন্য রিটার্ন আগের তুলনায় বেশি, বিশেষ করে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকের সীমা অতিক্রম করার পরে (Sen & Rahman, 2016)। Bhatta et al. (2019) দেখিয়েছেন, অতিরিক্ত এক বছর শিক্ষা গ্রহণ করলে তার রিটার্ন ইতিবাচক এবং তা প্রাথমিক স্তরে ৪ শতাংশ, মাধ্যমিক স্তরে ৪.৬০ শতাংশ, এবং উচ্চ শিক্ষাস্তরে ২০.৫ শতাংশ রিটার্ন বৃদ্ধি করে। সুতরাং শ্রমবাজারে উচ্চশিক্ষা বা উচ্চ দক্ষতার একটি বৃহত্তর উপযোগিতা রয়েছে, যার ফলে উচ্চ শিক্ষা থেকে রিটার্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের তুলনায় অনেক বেশি। অতএব প্রশ্ন উঠছে যে, শিক্ষার পরবর্তী প্রতিটি স্তর থেকে উচ্চতর আয় এবং আরও সহজলভ্য শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আয় বৈষম্য কেন বাড়ছে?

এর কারণ হিসেবে দুটি বিষয়কে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাস্তরে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের তুলনায় কম। শিক্ষায় বৈষম্য হ্রাস পাওয়ার মূল কারণ হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় সকলের সমান সুযোগ থাকা। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রেও এখনো বৈষম্য রয়ে গেছে। চিত্র ৩-এ প্রদত্ত ২০১৬ সালের উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে, ৬-১০ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের রেখা প্রায় সম। এবং ১১-১৬ বছর বয়সের জনসংখ্যার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অর্জনও সমতা রেখার কাছাকাছি। কিন্তু ১৭-২৫ বছর বয়সের জনসংখ্যার মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়ে গেছে বা সমতা রেখা থেকে বেশ দূরে। এ বৈষম্যের কারণ মূলত ১৭-২৫ বছর বয়স্ক মানুষদের শিক্ষা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়া। সুতরাং বাংলাদেশে সামগ্রিক শিক্ষা বৈষম্য হ্রাসের মূল কারণ হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় বৈষম্য কমে যাওয়া।

চিত্র ৩: বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা অর্জনের সুযোগে বৈষম্য

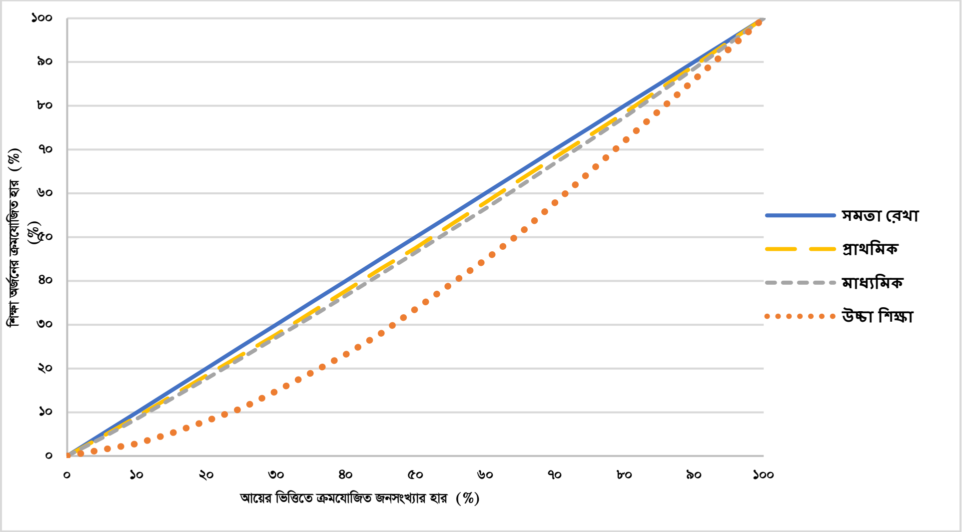

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬ থেকে হিসাবকৃত।

যেহেতু শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার নিম্ন স্তর থেকে উচ্চস্তরে আয় বেশি, সেজন্য নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী যখন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তা থেকে উচ্চ আয় অর্জন করে তখনই কেবল আয় বৈষম্য হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু সারণি ২-এ প্রদত্ত উপাত্ত থেকে দেখা যায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করছে। দরিদ্র মানুষেরা কেন কম শিক্ষা গ্রহণ করে। অন্য কথায় কেন তাদের শিক্ষা অর্জন মূলত প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরে কেন্দ্রীভূত থাকে? এটি কয়েকটি কারণে হতে পারে। প্রথমত, শিক্ষা অর্জন করে মানব পুঁজি সঞ্চয়ের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি আন্তঃপ্রজন্মগত প্রাচুর্য (intergenerational mobility) অর্জন এবং শিক্ষায় কম সময় নিয়োগ করে শ্রমবাজারে যুক্ত হয়ে স্বল্পমেয়াদে দারিদ্র্য হ্রাস করার মধ্যে একটি বোঝাপড়া (trade off)। দরিদ্র মানুষেরা অল্প বয়সেই কাজে নিয়োজিত হয়, কারণ তারা শ্রমবাজার থেকে স্বল্পমেয়াদি লাভ পছন্দ করে। তারা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই সমাধানের পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদে দারিদ্র্য হ্রাসের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। এই আচরণটি Galor and Zeira (1993) এর গবেষণায়, বর্তমান ভোগ এবং ভবিষ্যৎ ভোগের মধ্যে যে বোঝাপড়া (trade off) তার তাত্ত্বিক সমর্থন লাভ করে। দ্বিতীয়ত, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা স্তরে সরকারি ও বেসরকারি খাতের কম সহায়তা থাকার কারণে দরিদ্ররা এই শিক্ষা স্তরে সহজে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে তারা উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তৃতীয়ত, Spence (1973) এর চাকরির বাজার সংকেত (job market signalling) ধারণার সাথে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। দরিদ্র ছাত্ররা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মানসম্মত শিক্ষা না পাওয়ার কারণে তাদের শেখার ফলাফল (learning outcome) কম থেকে যায় বিধায় উচ্চ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের ব্যয় (cost) বেড়ে যায়। তদুপরি তারা উচ্চ শিক্ষা অর্জনের থেকে প্রত্যাশিত রিটার্ন (expected return) কম মনে করে। ফলে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের চেয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা অর্জনকে প্রাধান্য দেয় এবং নিম্ন ভারসাম্য (low equilibrium) শিক্ষায় অবস্থান করে।

সুতরাং শিক্ষায় বৈষম্য এবং আয় বৈষম্য একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। যেহেতু উচ্চ শিক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি সহায়তা কম, তাই উচ্চ আয়ের লোকজন উচ্চ শিক্ষা অর্জনের অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ পায়। ফলে উচ্চ আয় উচ্চ শিক্ষা অর্জনে এবং উচ্চ শিক্ষা বেশি আয় অর্জনে সহায়তা করে। আর যেহেতু নিম্ন আয়ের লোকজন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মতো উচ্চ শিক্ষায় সরকার এবং বেসরকারকারি সংস্থার (এনজিও) কাছ থেকে সমর্থন ও সহায়তা কম পায়, তাই উচ্চ শিক্ষা অর্জনে তাদের অংশগ্রহণ কম। যা উচ্চ শিক্ষায় অসম প্রবেশাধিকার তৈরি করে। তাই উচ্চ আয় বৈষম্য উচ্চ শিক্ষায় বৈষম্য তৈরি করে। ঠিক একইভাবে উচ্চ শিক্ষায় বৈষম্য আয় বৈষম্যের দিকে নিয়ে যায় যেহেতু উচ্চ শিক্ষা থেকে অধিক আয় করা যায়, যা প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক থেকে বেশি। সুতরাং আয় বৈষম্যের কারণে যেমন উচ্চ শিক্ষায় বৈষম্য তৈরি হয়, তেমনি উচ্চ শিক্ষায় বৈষম্যের কারণে আয় বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত, আয় বৈষম্য বাড়ার অন্যতম আরেকটা কারণ হতে পারে শিক্ষার মানে (quality of education) বৈষম্য থাকা। ধনিক শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা ভালো স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করছে, কিন্তু দরিদ্র শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ধনিক শ্রেণীর সন্তানেরা তাদের সমতুল্য দরিদ্র শ্রেণীর সন্তানদের তুলনায় ভালো করছে (Ahmmed & Uddin, 2022)। Asadullah (2016) দেখিয়েছে, স্বল্প আয়ের পরিবারের তুলনায় উচ্চ আয়ের পরিবারের ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফল ভালো। এছাড়া ঢাকায় একটি ক্রমবর্ধনশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে

উঠেছে, যারা তাদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা তাদের সন্তানদের বাংলা মাধ্যম স্কুলে পাঠায় এবং চরম দরিদ্ররা তাদের সন্তানদের কোনো শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠায় না (Sobhan, 2011)। অর্থনৈতিক শ্রেণির উপর ভিত্তি করে স্কুল নির্ধারণ ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে একটি বিভাজন তৈরি করেছে।

প্রাথমিক স্তরে মানসম্মত শিক্ষা থেকে দরিদ্র ছাত্ররা বঞ্চিত হওয়ার ফলে প্রাথমিক স্তরে এই ছাত্রদের অনেকে ঝরে পড়ে এবং মাধ্যমিক স্তরে তাদের ভর্তি হওয়ার সুযোগ কমে যায়। একইভাবে মাধ্যমিক স্তরে দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার মানের অভাবে মাধ্যমিক স্তরে তাদের ঝরে পড়ার হার বেড়ে যায় যা উচ্চ শিক্ষায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ কমিয়ে দেয়। পরিশিষ্ট সারণি ১ দেখায় যে, বিদ্যালয়ে নিট ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে শতভাগ সফলতা (প্রায় ১০০%) রয়েছে কিন্তু পরবর্তী সকল স্তরে বিদ্যালয়ে নিট ভর্তি কমতে থাকে, উচ্চ শিক্ষায় নিট ভর্তির হার গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ১৮.৬৬ শতাংশে। এ থেকে বোঝা যায়, প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে কম বৈষম্য থাকলেও প্রাথমিক শিক্ষার মান এবং এর পরবর্তী সকল স্তরে শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে ধনী দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। শিক্ষার মানের প্রশ্নে এই আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দরিদ্র ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, সর্বোপরি উচ্চ শিক্ষা থেকে, উচ্চ আয় থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে আয় বৈষম্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে।

সুতরাং এ আলোচনায় দেখা যায় যে– গত কয়েক বছরে আয় বৈষম্য ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেলেও, শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে শিক্ষায় বৈষম্য ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষায় বৈষম্য সামগ্রিকভাবে হ্রাস পেলেও এই হ্রাস মূলত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষা গ্রহণ বৃদ্ধির কারণে হয়েছে। তবে, উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে এখনও উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক বৈষম্য রয়ে গেছে। উচ্চশিক্ষায় কেন এমন বৈষম্য বিরাজ করছে? কারণ উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকারি সহায়তা কম এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা মানসম্মত নয়। যদিও এনজিওসহ উন্নয়ন সহযোগীরা প্রাথমিক শিক্ষায় সহায়তা প্রদান করে, তবুও উচ্চশিক্ষায় সহায়তা কম হওয়ার ফলে একদিকে যেমন সমাজের দরিদ্র অংশের জন্য উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে অন্যদিকে তেমনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে মানসম্মত শিক্ষার অভাবে সমাজের দরিদ্র শ্রেণি উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৪.৩। শিক্ষা বৈষম্যের বিকার (Decomposition)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই গবেষণার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন সময়ের জন্য এই সামগ্রিক বৈষম্যকে বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর মধ্যকার নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরের মধ্যে শিক্ষা গিনি ডিকম্পোজিশন (বিকার) করা। বিকারের ফলাফল সারণি ৬-এ দেখানো হলো। সারণিটি থেকে দেখা যায়, অঞ্চল এবং লিঙ্গের ক্ষেত্রে সামগ্রিক শিক্ষার বৈষম্য বৃদ্ধির জন্য পরস্পরের মধ্যকার পার্থক্যের পরিবর্তে নিজেদের মধ্যেকার পার্থক্যের অবদান সবচেয়ে বেশি। এটি নির্দেশ করে গ্রাম ও শহর এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যেকার পার্থক্য সামগ্রিক বৈষম্য বৃদ্ধিতে কম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বরং গ্রাম বা শহর কিংবা পুরুষ বা নারীদের অভ্যন্তরীণ বৈষম্য দেশের শিক্ষা বৈষম্যে বেশি অবদান রাখে। এই নারী ও পুরুষের মধ্যকার শিক্ষায় পার্থক্য সামগ্রিক বৈষম্য তৈরিতে তেমন অবদান না থাকা নির্দেশ করে যে,

গত কয়েক দশকে শিক্ষা অর্জনে লিঙ্গ ব্যবধান কমাতে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যদিও সামগ্রিক বৈষম্য তৈরিতে গ্রাম ও শহরের নিজের মধ্যেকার পার্থক্যের অবদান বেশি, তবুও পরস্পরের মধ্যে বৈষম্যের অবদানও অনেক বড় যা নির্দেশ করে যে শিক্ষা অর্জনে গ্রামীণ এলাকা শহরাঞ্চলের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে।

বিভাগের ক্ষেত্রে শিক্ষার গিনির ডিকম্পোজিশন থেকে দেখা যায়, শিক্ষায় সামগ্রিক বৈষম্য বৃদ্ধিতে বিভাগীয় শহরের মধ্যে যে পার্থক্য তার অবদান বেশি। এটি হয়ে থাকে মূলত একই বিভাগের তুলনামূলকভাবে উন্নত এবং তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা জেলার মধ্যেকার ব্যবধান থেকে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা বিভাগের মধ্যে রাজবাড়ী বা টাঙ্গাইল জেলার তুলনায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা এবং শিক্ষার মান বেশি। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা ও অনুপাত থেকে এই ফলাফলের সত্যতা নিশ্চিত করা যায়। পিছিয়ে থাকা জেলা এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র-প্রবণ জেলাগুলিতে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার এবং জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা কম হয়ে থাকে।

সারণি ৬: বিভিন্ন উপগোষ্ঠীতে শিক্ষার বিকার

উপগোষ্ঠী	নিজেদের মধ্যে পার্থক্যের অবদান (%)			পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের অবদান (%)			আপেক্ষিক অবদান		
	২০০৫	২০১০	২০১৬	২০০৫	২০১০	২০১৬	২০০৫	২০১০	২০১৬
অঞ্চল	৫০.৩৬	৫২.৩২	৫৪.৩৩	১৯.৩২	১৪.৮১	১২.০৮	২.৬১	৩.৫৩	৪.৫০
লিঙ্গ	৪৯.৯২	৫০.০৭	৫০.০৪	৮.৪৩	৪.৫৪	৩.৭	৫.৯২	১১.০৩	১৩.৫২
বিভাগ	২০	১৭.৩৩	১৪.২৮	৪.১৫	৪.৩৬	৫.৫৪	৪.৮২	৩.৯৭	২.৫৮
বয়স	১০.৭৫	৯.৯২	১১.৭৯	২০.৩৬	৩৩.৩০	১৫.০৩	০.৫৩	০.৩০	০.৭৮
আর্থ-সামাজিক অবস্থা (৫)	১৮.১৮	১৯.৩২	২০	৪২.৮০	৩৯.৮৬	২৩.৪৩	০.৪২	০.৪৮	০.৮৫
আর্থ-সামাজিক অবস্থা (১০)	৯.০৪	৯.৬২	১০	৪৪.৫০	৪১.৪৩	২৪.৩৮	০.২০	০.২৩	০.৪১

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫, ২০১০ ও ২০১৬ থেকে হিসাবকৃত।

বয়সগ্রুপ ক্ষেত্রে বিকার থেকে দেখা যায়, এখানে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সার্বিক বৈষম্য বাড়ায়। বয়সভেদে আন্তঃগ্রুপ ব্যবধানের কারণ হলো, বয়স্ক ও তরুণদের মধ্যে শিক্ষাগত অর্জনের সুযোগের ব্যবধান। গত কয়েক দশকে শিক্ষা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তরুণ প্রজন্ম এখন তাদের বাবা-মা বা দাদা-দাদির চেয়ে তুলনামূলক বেশি শিক্ষা গ্রহণ করছে। অতএব তরুণ ও বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা অর্জনে একটি বৈষম্য রয়েছে। তরুণ প্রজন্ম বর্তমানে শিক্ষা বেশি গ্রহণ করছে, কারণ সরকার আট বছরের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত না করা হলে বাংলাদেশে পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম ধরে এই ব্যবধান রয়ে যেতে পারে। শিক্ষায় বৈষম্য হ্রাসের একটি উপায় হতে পারে বয়স্কদের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

যদিও বেশিরভাগ উপগ্রুপের ক্ষেত্রে অন্তঃগ্রুপ অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে পার্থক্যের অবদান বেশি, কিন্তু আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভেদে আন্তঃগ্রুপ অর্থাৎ খানার আর্থসামাজিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে শিক্ষা গিনির পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের অবদান সবচেয়ে বেশি। খানার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে শিক্ষা

গিনির ডিকম্পোজিশন (বিকার) থেকে দেখা যায়, পরস্পরের মধ্যেকার অর্থাৎ আন্তঃগ্রুপ পার্থক্যের অবদান বেশি তবে সেটা ধারাবাহিকভাবে কমে যাচ্ছে। যেমন : ২০০৫ সালের ৪৪.৮০ শতাংশ থেকে কমে ২০১৬ সালে ২৪.৩৮ শতাংশ হয়। কিন্তু আমরা যদি ধনী গরিবের ব্যবধান আরও বাড়াতে থাকি, তাহলে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের অবদান বাড়তে থাকে। যেমন: আমরা আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে দশ ভাগ (deciles)-এ ভাগ করি, তাহলে সামগ্রিক বৈষম্য বাড়াতে পরস্পরের মধ্যে অবদান বাড়তে থাকে।

গবেষণার এ ফলাফলটি দেখায়, বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষায় অসমতার পেছনে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এই অনুসন্ধান শিক্ষা বৈষম্য হ্রাসের সাথে ক্রমবর্ধমান আয়ের বৈষম্য সম্পর্কিত আমাদের আগের আলোচনার সত্যতা নিশ্চিত করে। আমরা যত ধনী-গরিবের ব্যবধানকে বিবেচনা করবো, শিক্ষায় সামগ্রিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের আয় ব্যবধানের প্রভাবও তত উপলব্ধি করতে পারবো।

৫। সরকারি ব্যয়

শিক্ষায় সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সরকারি ব্যয়ের সুষম বণ্টন (equitable distribution) অপরিহার্য। ব্যয়ের সুষম বণ্টন বলতে বোঝায়, সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা বা বরাদ্দ রাখা যাতে যারা শিক্ষায় সুযোগের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে (দরিদ্র বা গ্রামীণ গোষ্ঠী) তারা শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ লাভে সক্ষম হয়। তাই শিক্ষা বাজেটের আকার অর্থাৎ বরাদ্দ ও এর পরিমাণ শিক্ষা অর্জনের সুযোগে ন্যায্যতা ও সমতা নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকার জাতীয় বাজেটের প্রায় ১০ থেকে ১৩ শতাংশ শিক্ষায় ব্যয় করে, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপির) প্রায় ২ শতাংশ (চিত্র ৪)। এই ব্যয় OECD ভুক্ত (ওইসিডি) দেশগুলির তুলনায় কম (তারা তাদের মোট জিডিপির প্রায় ৬ শতাংশ শিক্ষায় ব্যয় করে) এমনকি ভারতের তুলনায়ও কম (প্রায় ৫ শতাংশ)। অধিকন্তু, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর গড় এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর গড়ে ব্যয়ের তুলনায়ও কম। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশ তার মোট রাজস্ব আয়ের খুব সামান্য অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করে। শিক্ষায় অপর্যাপ্ত বিনিয়োগের ফলে শিক্ষায় অসম উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা বৈষম্য তৈরি হতে পারে।

চিত্র ৪: শিক্ষায় সরকারি ব্যয়

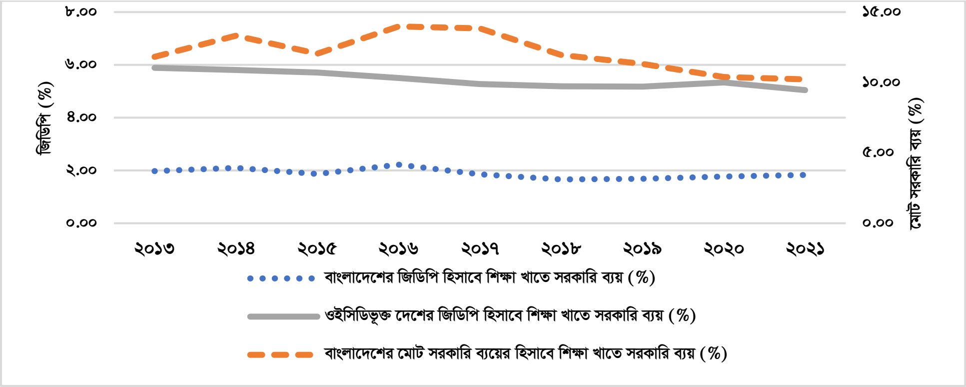

উৎস: WDI, বিশ্বব্যাংক।

দেশের মোট শিক্ষা বাজেটের প্রায় ৮০ শতাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে খরচ হয় এবং বাকিটা উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় (পরিশিষ্ট সারণি ২) খরচ হয়। শিক্ষায় বেশিরভাগ খরচ প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে যাওয়ায় এই দুই স্তরে শিক্ষায় সুযোগের সমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষা গ্রহণের হার বেড়েছে। কিন্তু, শিক্ষায় শিক্ষার্থী প্রতি (per student) কত টাকা ব্যয় করা হবে, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় অনেক কম ব্যয় করে। ভারতের সাথে তুলনায় দেখা যায় যেখানে ভারত শুধু উচ্চ শিক্ষায় মাথাপিছু জিডিপির ৫৭.৭৬ শতাংশ ব্যয় করে সেখানে বাংলাদেশ ব্যয় করে ১৬.৬৬ শতাংশ (সারণি ৭)। আবার বাংলাদেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মাথাপিছু জিডিপির খুব কম অংশ খরচ করে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থী প্রতি ব্যয় এবং শিক্ষার মানের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। যদি শিক্ষার্থী প্রতি বরাদ্দ বেশি হয়, তাহলে শিক্ষার্থীরা উন্নত অবকাঠামো, মানসম্মত শিক্ষা, উন্নত শিক্ষা কাঠামো এবং শিক্ষা পরিবেশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে ভারত অভূতপূর্ব সফলতা দেখিয়েছে বিশ্বের বড় বড় আইটি বা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে ভারতীয়দের আধিপত্য লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে শিক্ষার্থী প্রতি স্বল্প বরাদ্দ থাকে বলে তারা শিক্ষায় উন্নত পরিবেশ পায় না। আর এজন্য তারা মানসম্পন্ন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী প্রতি স্বল্প ব্যয় এই দুই স্তরে শুধু শিক্ষার অর্জনের সুযোগ বাড়াতে পারে, তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারে না। ফলে বাংলাদেশে শিক্ষায় সরকারি ব্যয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সুযোগের সমতা তৈরিতে অবদান রাখলেও মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পেরেছে কিনা সে প্রশ্ন থেকে যায়। আবার উচ্চ শিক্ষায় সরকারি স্বল্প ব্যয় দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং শিক্ষার সকল স্তরে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষায় সরকারি ব্যয় বাড়ানোর সাথে সাথে শিক্ষার্থী প্রতি ব্যয় বাড়াতে হবে। তাহলে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে।

সারণি ৭: শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ছাত্র প্রতি সরকারি অর্থায়নের হার

(মাথাপিছু জিডিপি ও পিপিপি স্থির মূল্যে মার্কিন ডলার-২০২০)

	প্রাথমিক		মাধ্যমিক		উচ্চ শিক্ষা	
	মাথাপিছু জিডিপি (%)	পিপিপি স্থির মূল্য($)	মাথাপিছু জিডিপি (%)	পিপিপি স্থির মূল্য($)	মাথাপিছু জিডিপি (%)	পিপিপি স্থির মূল্য($)
বাংলাদেশ	৫.৫১	৩১৩.৯২	৬.৫২	৩৭১.৩০	১৬.৬৬	৯৪৯.৫০
ভারত	১২.৪৩	৮৫৭.৪৪	১৬.৪৩	১,১৩৩.০৪	৫৭.৭৬	৩,৯৮৩.৮৩
মালয়েশিয়া	১৭.৪২	৪৭৫১.৬২	২০.৬৫	৫,৬৩২.৬৭	১৬.৬৭	৪,৫৪৭.৩৩
সিঙ্গাপুর	১৭.১০	১৬,৯১৬.৩০	২০.৪৭	২০,২৫০.০৯	২১.৩৭	২১,১৩৮.১৬
মালদ্বীপ	১৫.২২	৩,৩০৭.০৭	২০.৮৭	৪,৫৩৫.২৫	২৯.০০	৬,১৭৮.৬৫

উৎস: UNESCO UIS database.

৬। উপসংহার

এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো – শিক্ষায় সুযোগের অসমতার বিদ্যমান অবস্থা বোঝা এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিকতর সমবণ্টন নিশ্চিতকরণে নীতি সহায়তার প্রস্তাব করা। দেখা গেছে, সরকারি বিভিন্ন শিক্ষা সম্প্রসারণমূলক নীতি ও কর্মসূচি, বিশেষ করে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি

এবং এনজিওদের সহায়তা একদিকে যেমন বাংলাদেশে শিক্ষা বৈষম্য হ্রাস করেছে অন্যদিকে তেমনি শিক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। সূক্ষ্মভাবে দেখলে এ অর্জন প্রকৃতপক্ষে হ্রাস পেয়েছে মূলত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে অসমতা ও বৈষম্য হ্রাস পাওয়ার কারণে। তবে উচ্চ শিক্ষায় বৈষম্য রয়েই গেছে। আবার অঞ্চল, বয়স এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থাভেদেও শিক্ষালাভের সুযোগের বৈষম্যও রয়ে গেছে। তাই শিক্ষায় সুযোগের অসমতাকে প্রভাবিত করে এমন কারণগুলোকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করে সমাধান করা না হলে শিক্ষা সমবণ্টনে অবনতি ঘটবে।

লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিকার দেখায় যে, সামগ্রিক শিক্ষায় সুযোগের সমতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ব্যবধান অর্থাৎ লিঙ্গীয় ব্যবধানের অবদান নগণ্য। এর কারণ হতে পারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ। কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষায় নারী-পুরুষ ব্যবধান অর্থাৎ লিঙ্গীয় বৈষম্য না থাকলেও উচ্চ শিক্ষাস্তরে লিঙ্গীয় বৈষম্য রয়েছে কেননা কম সংখ্যক নারী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে। বাল্য বিবাহ, কিশোরী মাতৃত্ব ও নারীর প্রতি সহিংসতার ব্যাপকতা নারীর উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রধানতম অন্তরায় (Shilpi, Hasnayen, Ilahi, Parvin, & Sultana, 2017)। সুতরাং সামগ্রিক অসমতার ক্ষেত্রে লিঙ্গীয় ব্যবধানের অবদান নগণ্য হওয়া এ বোঝায় না যে, বর্তমান নারী-বান্ধব শিক্ষানীতি আর প্রাসঙ্গিক নয়। বরং উচ্চ শিক্ষায় লিঙ্গ ব্যবধান দূর করার জন্য নারীদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের ওপর আরও জোর দিতে হবে।

অঞ্চল ও বিভাগের উপর ভিত্তি করে আলোচনা থেকে দেখা যায়, অঞ্চলভেদে ব্যবধান প্রকট হলেও বিভাগভেদে ব্যবধান নগণ্য। গ্রাম এলাকার মানুষেরা শিক্ষার সুযোগ এবং মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ লাভের দিক দিয়ে শহর এলাকার মানুষদের অংশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে (Mahmud and Akita, 2018)। অধিকন্তু, গ্রামীণ দারিদ্র্য শিক্ষা অর্জনে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। যেমন, কম আয় হলে কম শিক্ষা নেওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে কারণ দরিদ্র মানুষেরা প্রথম থেকেই তাদের সন্তানদের কম বেতনের চাকরিতে নিযুক্ত করে (Moniruzzaman & Emran, 2021)। সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে পার্থক্য শিক্ষা অর্জনকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে। উচ্চ-আয়ের পরিবারের সদস্যরা নিম্ন আয়ের পরিবারের সদস্যদের তুলনায় বেশি শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। বয়সভিত্তিক গিনির ডিকম্পোজিশন (বিকার) থেকে দেখা যায়, দেশের আট বছর মেয়াদি বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে তরুণদের মধ্যে শিক্ষা সুযোগ প্রাপ্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যে কারণে বয়স্ক ও তরুণদের মধ্যে একটি অসম শিক্ষা অর্জন তৈরি হচ্ছে।

গত কয়েক দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে সাথে সাথে আয় বৈষম্যও বেড়ে চলছে। দেশটি ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং 'সবার জন্য সমতা' অর্জন এবং 'সব ধরনের বৈষম্য' দূর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য, শিক্ষা বাজেটের কম বরাদ্দ এবং মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে অসমতা ইত্যাদি এসব লক্ষ্যার্জন অর্থাৎ শিক্ষার সম বণ্টনকে কঠিন করে তুলবে। সুতরাং নীতিগত বিকল্প নির্ধারণ করা যেতে পারে অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার মান বৃদ্ধি, বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা-কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে নীতি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থী প্রতি বরাদ্দ বাড়াতে এবং শিক্ষার ব্যয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার সমবণ্টন অর্থাৎ সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা অনেকটা নিশ্চিত করা যাবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, A. U., & Del Ninno, C. (2002). The food for education program in Bangladesh: An evaluation of its impact on educational attainment and food security. https://doi.org/10.22004/AG.ECON.16395

Ahmed, S., & Uddin, M. (2022). Exploring the disparities in learning outcomes among the primary school students of Bangladesh. *International Journal of Educational Development, 93*, 102644.

Asadullah, M. N. (2016). The effect of islamic secondary school attendance on academic achievement. *The Singapore Economic Review, 61*(04), 1550052. https://doi.org/10.1142/S0217590815500526

BBS. (2022). *Population and housing census 2022, preliminary report*. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Minsitry of Planning. https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2023-09-27-09-50-a3672cdf61961a45347ab8660a3109b6.pdf

Bhatta, S. D., Genoni, M. E., Sharma, U., Khaltarkhuu, B. E., Maratou-Kolias, L., & Asaduzzaman, T. (2019). *Bangladesh education sector public expenditure review*. World Bank Publications.

Castelló, A., & Doménech, R. (2002). Human capital inequality and economic growth: Some new evidence. *The Economic Journal, 112*(478), C187–C200.

Chowdhury, R., & Sarkar, M. (2018). Education in Bangladesh: Changing contexts and emerging realities. In: *Engaging in educational research: Revisiting policy and Practice in Bangladesh*, 1–18.

Falkowska, M. (2012). *Girls' education in Bangladesh: Lessons from NGOs*. Verlag Barbara Budrich.

Galor, O., & Zeira, J. (1993). Income distribution and macroeconomics. *The Review of Economic Studies, 60*(1), 35–52.

Government of Bangladesh. (2010). *National education policy 2010*. Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh. http://file-chittagong.portal.gov.bd/files/www.lakshmipur.gov.bd/files/f97d6b95_2046_11e7_8f57_286ed488c766/National%20Education%20Policy-English%20corrected%20_2_.pdf

Heath, R., & Mobarak, A. (2015). Manufacturing growth and the lives of Bangladeshi women. *Journal of Development Economics, 115*, 1–15. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2015.01.006

Khandker, S. R., Koolwal, G. B., & Samad, H. A. (2009). *Handbook on impact evaluation: Quantitative methods and practices*. World Bank Publications.

Kono, H., Sawada, Y., & Shonchoy, A. S. (2018). Primary, secondary, and tertiary education in Bangladesh: Achievements and challenges. In Y. Sawada, M. Mahmud, & N. Kitano (Eds.), *Economic and social development of Bangladesh: Miracle and challenges* (pp. 135–149). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63838-6_7

Lambert, P. J., & Aronson, J. R. (1993). Inequality decomposition analysis and the Gini coefficient revisited. *The Economic Journal, 103*(420), 1221–1227.

López, R., Thomas, V., & Wang, Y. (1998). *Addressing the education puzzle: The distribution of education and economic reform.* The World Bank.

Maas, J. van L. (1982). *Distribution of primary school enrollments in Eastern Africa.*

Mahmud, S. S., & Akita, T. (2018). Urban and rural dimensions of the role of education in income inequality in Bangladesh. *Review of Urban & Regional Development Studies*, *30*(3), 169–183. https://doi.org/10.1111/ rurd.12089

Moniruzzaman, M., & Emran, S. J. (2021). Education and inequality in rural Bangladesh: A longitudinal study. *Asia-Pacific Journal of Rural Development*, *31*(1), 37–61.

Psacharopoulos, G., & Arriagada, A. M. (1986). The educational composition of the labour force: An international comparison. *International Labour Review*, 125, 561.

Ram, R. (1990). Educational expansion and schooling inequality: International evidence and some implications. *The Review of Economics and Statistics*, 266–274.

Sabur, Z.-U., & Ahmed, M. (2010). Debating diversity in provision of universal primary education in Bangladesh. Consortium for Research on Educational Access, Transitions and Equity. Research Monograph No. 34. Brac University, Dhaka, Bangladesh.

Sen, A. (1999). *Commodities and capabilities.* OUP Catalogue.

Sen, B., & Rahman, M. (2016). Earnings inequality, returns to education and demand for schooling: Addressing human capital for accelerated growth in the seventh five year plan of Bangladesh. Dhaka, Bangladesh: Ministry of Planning.

Shilpi, M., Hasnayen, S., Ilahi, T., Parvin, M., & Sultana, K. (2017). Education scenario in Bangladesh: Gender perspective. Bangladesh Bureau of Statistics, UCEP and Diakonia Bangladesh.

Sobhan, R. (2011). *Challenging the injustice of poverty*. Oxford University Press.

Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics, 87*(3), 355–374. https://doi.org/10.2307/1882010

Thomas, V., Wang, Y., & Fan, X. (2001). *Measuring education inequality: Gini coefficients of education* (Vol. 2525). World Bank Publications.

পরিশিষ্ট

চিত্র ১: বিভিন্ন বছরে শিক্ষা অর্জনের কেন্দ্রীভূতকরণ রেখা

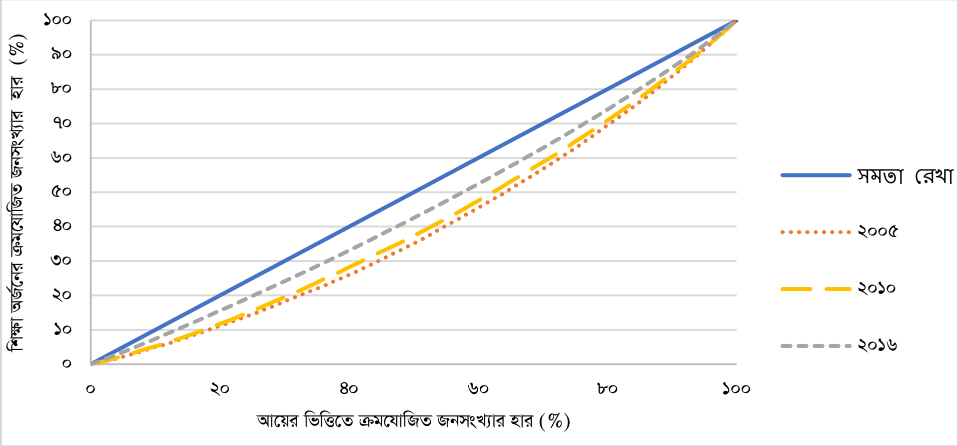

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫, ২০১০ ও ২০১৬ থেকে হিসাবকৃত।

সারণি ১: নির্দিষ্ট বয়সসীমার শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার

সাল	বিদ্যালয়ে নিট ভর্তির হার (%)			
	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চ মাধ্যমিক	উচ্চ শিক্ষা
২০১৫	৯৭.৭০	৬৭.০০	২৮.২৫	১৫.০৩
২০১৬	৯৭.৯৬	৬৭.৮৪	৩৬.৫১	১৫.৬৭
২০১৭	৯৭.৯৭	৬৮.৭৮	৩৭.২৪	১৫.৮৪
২০১৮	৯৭.৮৫	৬৯.৩৮	৩৫.৪৩	১৬.৮৮
২০১৯	৯৭.৭৪	৬৭.৩০	৩৫.৮১	১৯.০১
২০২০	৯৭.৮১	৭১.৮৯	৩৬.৪০	২০.০৭
২০২১	৯৭.৪২	৭০.২৫	৪০.৫৪	২০.১৯
২০২২	৯৭.৫৬	৭৩.৭৬	৪৪.৪২	১৮.৬৬

উৎস: বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২২।

সারণি ২: বিভিন্ন শিক্ষাস্তর শিক্ষায় সরকারি ব্যয়ের অংশ

শিক্ষার স্তর	অর্থবছর ২০১৫-১৬	অর্থবছর ২০১৮-১৯	অর্থবছর ২০২০-২১	অর্থবছর ২০২১-২২
শিক্ষা নেই	৪৩.৫	৪২.৯৪	৩৯.৭৩	৪০.৫২
প্রাথমিক (শ্রেণি ১-৫)	১৭.২৬	১৫.৫৩	২৩.৩৯	২৩.২১
মাধ্যমিক (শ্রেণি ৬-১০)	২০.৫২	২০.৪৪	২৪.৩৩	২৪.০৪
উচ্চ মাধ্যমিক (শ্রেণি ১২)	২.০০	১.৪৫	০.৯৯	১.০২
উচ্চ শিক্ষা	১৬.৭১	১৯.৬৪	১১.৫৬	১১.২১

উৎস: বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২২, ২০২১, ২০১৯ এবং ২০১৭ থেকে হিসাবকৃত।